হাতি মহাশয় আছে ভীষণ বিপদে। কোথাও কোনো কলাগাছ পাওয়া যাচ্ছে না। হাঁটতে হাঁটতে পুরো বন ঘুরা শেষ, তারপরও একটা কলাগাছও চোখে পড়ছে না।

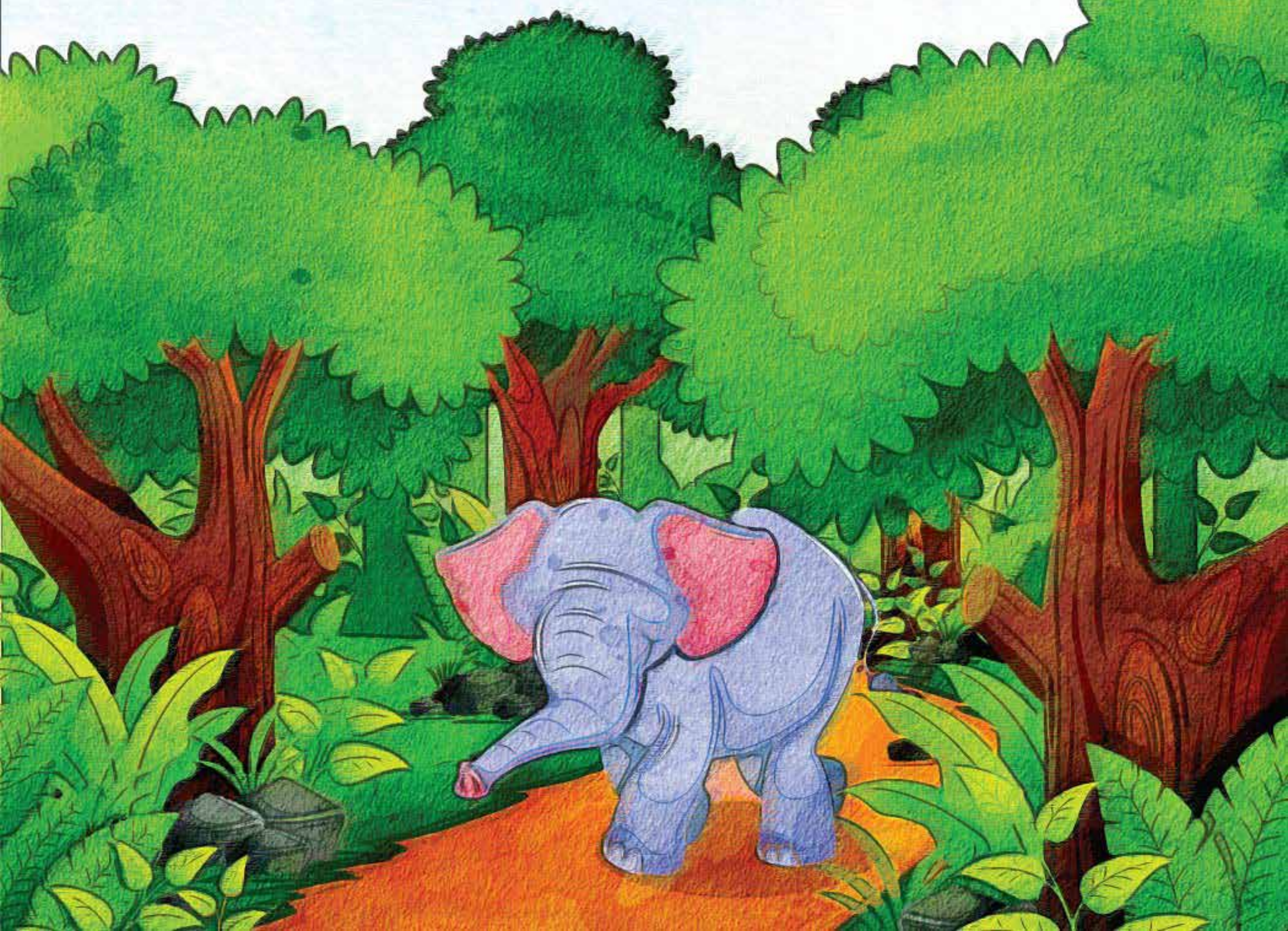

হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে কিসের যেন শব্দ ভেসে আসল।

হাতি তার বিশাল দুটো কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল। কেউ মনে হয় কাঁদছে।

আস্তে আস্তে ঝোপের কাছে গেল সে।

দেখল, একটা বানর বসে বসে কাঁদছে। বানর থাকবে গাছের ওপরে, লাফালাফি করবে। তা না, এখানে বসে বসে কাঁদছে। বড় আজব ব্যাপার!

বদমেজাজি জাশার কাছে কেউ কোনো সাহায্যের আশাই করে না। অন্যদিকে মাশাকে সবাই খুব পছন্দ করে। সুখে-দুঃখে সব সময় পাশে পাওয়া যায় তাকে।

সুপরামর্শ-সুবিচার দেয়া থেকে শুরু করে সবার ভালো-মন্দের খোঁজখবর নেয় মাশা। সবার সাথে উত্তম আচরণ করে। মাশার জনপ্রিয়তাকে জাশা প্রচণ্ড হিংসা করত।

দলবেঁধে মহিষের পাল পানির খোঁজে বেড়িয়েছে। আশেপাশে কোথাও পানির নাম-নিশানা নেই। তাদের বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। রাজ্যের ক্লান্তি আর হতাশা ভর করেছে সবার মধ্যে। তবু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না।

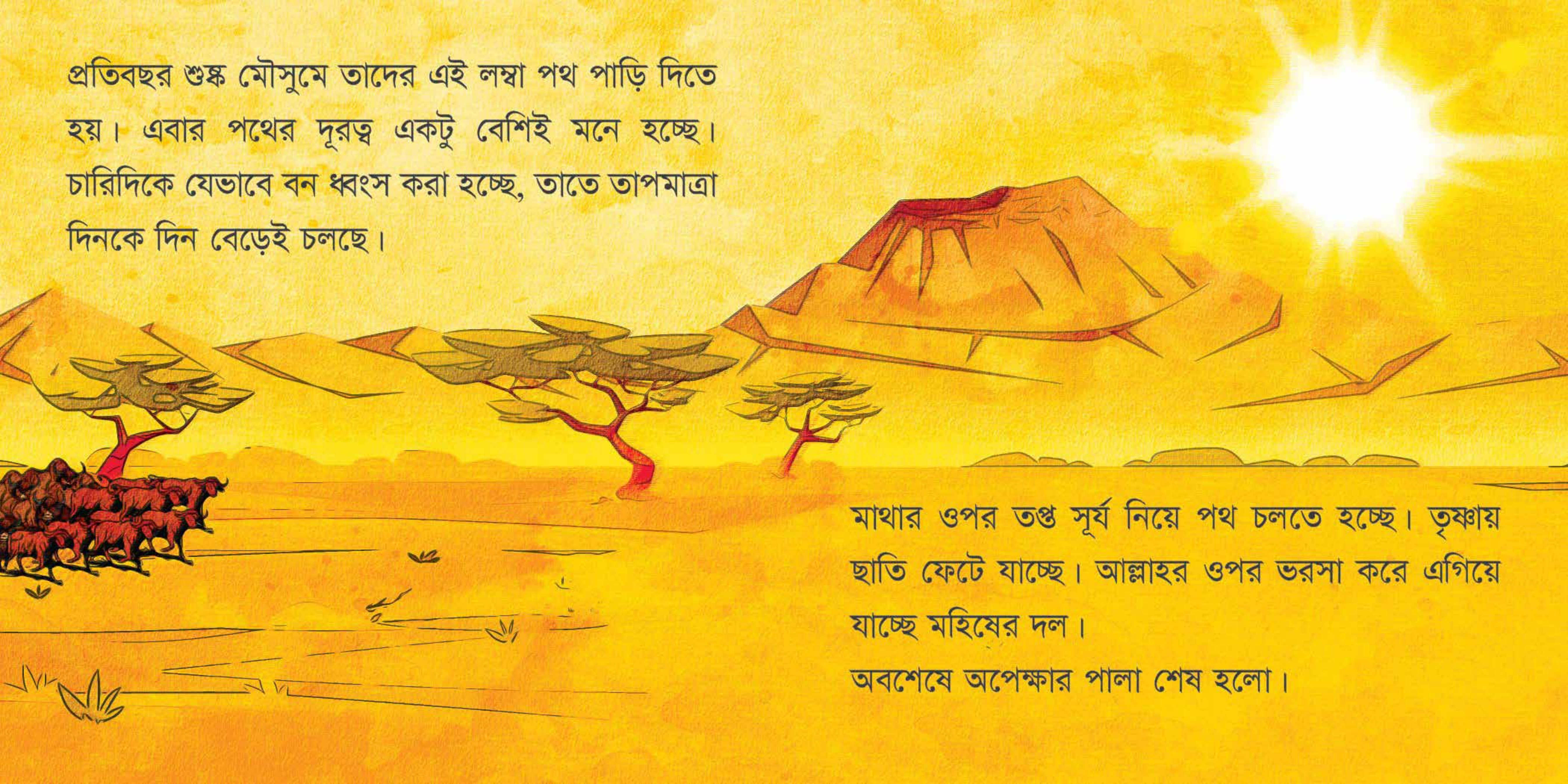

প্রতিবছর শুষ্ক মৌসুমে তাদের এই লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়। এবার পথের দূরত্ব একটু বেশিই মনে হচ্ছে। চারিদিকে যেভাবে বন ধ্বংস করা হচ্ছে, তাতে তাপমাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলছে।

মাথার ওপর তপ্ত সূর্য নিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে এগিয়ে যাচ্ছে মহিষের দল।

অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হলো।

চোখের সামনে আস্তে আস্তে গাঢ় নীল রঙের নদীটা ভেসে ওঠল। আনন্দে সবার চোখ চকচক করে ওঠল। দৌড়ে নদীর কাছে গিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে একে একে পানি পান করা শুরু করল। ওদিকে পানিতে অপেক্ষায় ছিল ভয়ংকর এক কুমির।

পানিতে শুকনো কাঠের মতো ভেসে থাকায় কেউ কুমিরের উপস্থিতি বুঝতে পারে না। ধীরে ধীরে মহিষের দিকে এগোতে লাগল কুমির।

ছোট্ট এক মহিষ শাবক পানি পান করছিল।

সাগরের তীর জুড়ে চিকচিক করছে বালু। সেই বালুতে একদিন একটা কচ্ছপ ডিম পাড়তে আসল। কচ্ছপটা থাকত সাগরে।

গর্ত করার পর রাতের বেলা সেই কচ্ছপ পঞ্চাশটার মতো ডিম পাড়ল। তারপর হাত-পা দিয়ে বালু টেনে টেনে গর্তটা ঢেকে রাখল।

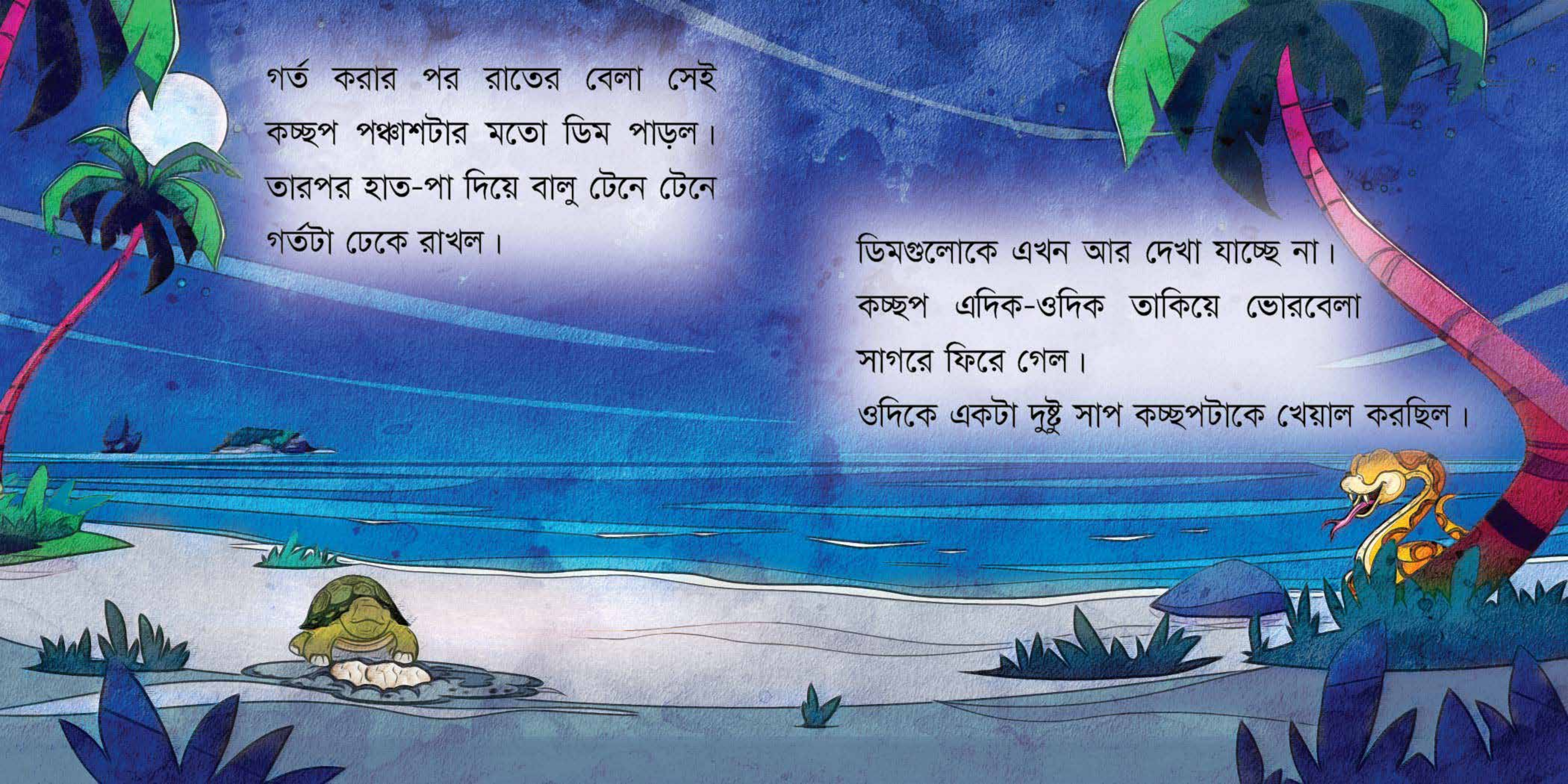

ডিমগুলোকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কচ্ছপ এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভোরবেলা সাগরে ফিরে গেল।

ওদিকে একটা দুষ্টু সাপ কচ্ছপটাকে খেয়াল করছিল।

বাড়ির পেছনে ছোট্ট একটা জায়গা। সেখানে হেলেদুলে হেঁটে যাচ্ছিল নাদুস নামের মোটাসোটা একটা বিড়াল। হাঁটতে হাঁটতে পাশের এলাকার রোগা-পাতলা আরেকটা বিড়ালের সাথে দেখা হয়ে গেল।

তার নাম চাকন।

চাকনকে দেখে নাদুস বলল, ‘কী ব্যাপার? তোমার এই অবস্থা কেন? হাত-পা-পেটগুলো কেমন শুকনো। কী বিশ্রী লাগছে দেখতে! তুমি কি খাওয়া-দাওয়া করো না?’

চাকন মন খারাপ করে বলল, ‘আমার কিচ্ছু খেতে ভালো লাগে না। সবাই আমার স্বাস্থ্য দেখে মজা করে, হাসিতামাশা করে।’

নাদুস বলল, ‘কী বলো? খেতে ভালো লাগে না? আমার তো সব খেতে ভালো লাগে। আমি যা-ই পাই, তা-ই খাই। কোনো বাছবিচার করি না।

এই জন্য দেখো আমার হাত-পাগুলো কেমন গুট্টুস-গাট্টুস হয়েছে। সবাই আমার তুলতুলে শরীর দেখলে আদর করে।’

নাদুসের স্বাস্থ্য দেখে আর কথা শুনে চাকনের দুঃখ আরও বেড়ে গেল।

সে বলল, ‘ঠিকই বলেছ। এমন স্বাস্থ্য দেখলে সবারই ভালো লাগার কথা। আমার মতো শুকনো বিড়ালের দিকে কেউ তাকিয়েই দেখে না।’

নাদুস নিজেকে নিয়ে অনেক গর্ব করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ করে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল বিশালদেহী একটা কুকুর।

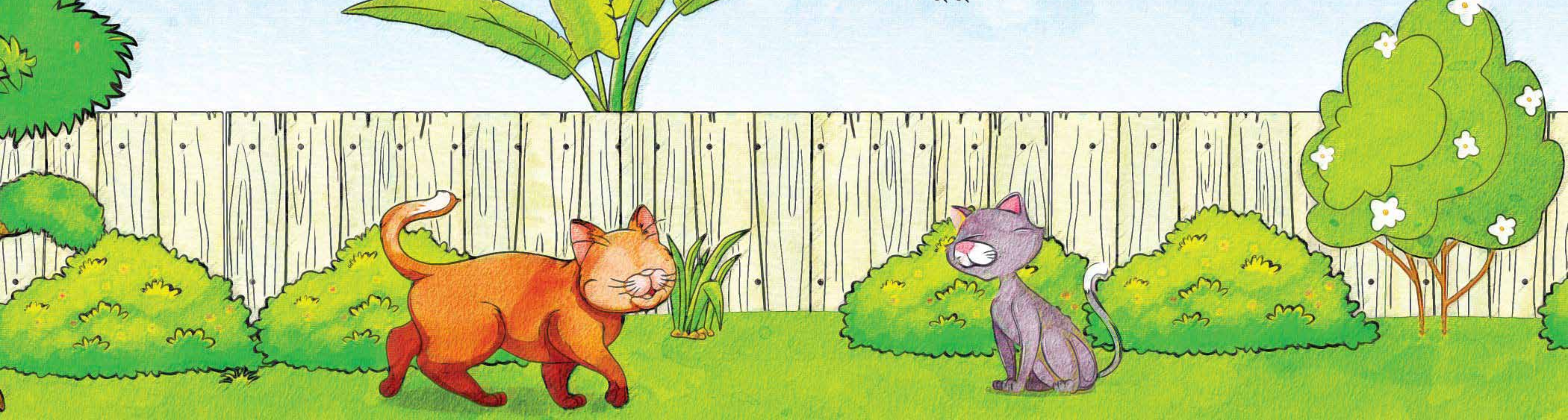

গভীর সমুদ্র। সেখানে বাস করে বিশাল এক হাঙর। নাম তার শারকু। শারকুর ভয়ে সব মাছ অস্থির। যাকে সামনে পায়—তাকেই সাবাড় করে ফেলে শারকু। এত এত মাছ খাওয়ার পরও খিদে মেটে না তার।

এমনকি খিদে না থাকলেও কেউ তার সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই।

এই তো সেদিন পাঁচটা কোরাল, এগারোটা ভেটকি আর পঁচিশটা রূপচাঁদা মাছ খেয়েছে। তারপরও শুধু শুধু একটা কাইক্কা মাছকে মেরে রেখে চলে গেছে।

শারকুর কাছে কেউ নিরাপদ নয়। এভাবে আর চলতে পারে না। তাই মাছেরা মিলে বৈঠক ডেকেছে। কিভাবে শারকুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়? একটা উপায় বের করতেই হবে।

বৈঠকে একেকজন একেক কথা বলছিল।

কেউ বলল, এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কেউ বলল, শারকুর সাথে কথা বলতে হবে। কেউ বলল, ওর কাছে যাওয়া যাবে না। পালানোর পথ খুঁজে বের করতে হবে।

কী করবে, কী করবে—এই চিন্তা করতে করতে স্যামন মাছ বলে ওঠল, ‘চলো, আমরা অক্টোপাসের কাছে যাই। তার মাথায় অনেক বুদ্ধি। নিশ্চয়ই সে কোনো না কোনো পথ বের করে দেবে।’